কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 8 JUN 2017
পৃষ্ঠা ১১ ... কলাম ... ৩ ...

১৮ জেলার ১৮০ স্কুলে শুরু হচ্ছে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে 'সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম' শুরু করছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। প্রাথমিকভাবে এ বছর দেশের ১৮টি জেলার ১০টি করে মোট ১৮০টি বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এর আওতায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে এক দিন করে সারা বছর সংগীত, নৃত্য ও যন্ত্রানুষঙ্গ বাদনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মাধ্যমের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর জন্য স্থানীয়ভাবে নির্দিষ্ট সম্মানীতে একজন করে সংগীত প্রশিক্ষক ও একজন করে তবলচি (তবলাবাদক) নিয়োগ দেওয়া হবে।

সংস্কৃতি

এই কার্যক্রম ফলপ্রসূ করতে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে গতকাল বুধবার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করবেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি সচিব ইব্রাহিম হোসেন খান ও শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

সভায় জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে ১৮টি জেলার মাধ্যমিক স্কুলে শুরু হতে যাওয়া এই সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা সদরে দুটি করে মোট চারটি বালক ও বালিকা বিদ্যালয় এবং পার্শ্ববর্তী তিনটি উপজেলার দুটি করে মোট ছয়টি বালক ও বালিকা বিদ্যালয় নির্বাচন করা হবে। স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমি আলোচনা করে বিদ্যালয়গুলো নির্বাচন করবেন। আর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি বিদ্যালয়গুলোতে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষক নিয়োগ করবেন। নিয়োগকৃত প্রশিক্ষকরা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে এক দিন করে মাসে চার দিন সংস্কৃতি চর্চা যেমন সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, যন্ত্রসংগীত, অভিনয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন। আর তাঁরা সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কি না তা তদারকির জন্য জেলা প্রশাসন একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেবেন। পাশাপাশি এই আঠারোটি জেলার সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা বিদ্যালয় পরিদর্শন, মতবিনিময়সহ সামগ্রিক অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের পেশ করবেন।

যেসব জেলায় এই কার্যক্রম শুরু হচ্ছে সেগুলো হলো—গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল, পঞ্চগড়, নীলফামারী, রংপুর, বগুড়া, কক্সবাজার, বরিশাল, ভোলা, সুনামগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা। এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলাগুলোর অনুকূলে ছয় লাখ ৫৫ হাজার টাকা করে মোট এক কোটি ১৭ লাখ ৯০ হাজার মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে নির্বাচিত ১৮০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি করে হারমোনিয়াম ও এক সেট তবলা সরবরাহ করা হবে।

সভা শেষে বিভিন্ন জেলার ১৮টি বিদ্যালয়ের জন্য জেলাগুলো থেকে আগত কর্মকর্তাদের হাতে হারমোনিয়াম ও তবলা তুলে দেওয়া হয়।